বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ ।
www.bb.org.bd

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

ডিওএস সার্কুলার লেটার নং- ১৬/২০১৩

তারিখ ঃ ১৪ আশ্বিন, ১৪২০ / ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানী ।

প্রিয় মহোদয়,

আগামী ০৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ (বৃহস্পতিবার) জাতীয় সংসদের ১১০ বরগুনা-২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ এর বিধান অনুসরণ এবং নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান প্রসংগে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২/৭৩৬ এবং ০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২/৭৩৭ তারিখ-২৯-০৮-২০১৩ (কপি সংযুক্ত) এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। আগামী ০৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ (বৃহস্পতিবার) জাতীয় সংসদের ১১০ বরগুনা-২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মর্মে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে । উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ অতীতের ন্যায় এ নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন । তদুপরি এ বিষয়ে সরকারের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ ও বিধিবিধান যথাযথভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(অসীম কুমার মজুমদার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০২৬১

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২/৭৩৬

তারিখ ঃ ১৪ ভাদ্র ১৪২০ / ২৯ আগস্ট ২০১৩

বিষয় ঃ আগামী ০৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ, বৃহস্পতিবার, জাতীয় সংসদের ১১০ বরগুনা-২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ০৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ, বৃহস্পতিবার, জাতীয় সংসদের ১১০ বরগুনা-২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাতে সততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জারিকৃত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধানাবলীর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকরি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ৫ ও ৬ ধারায় শৃঙ্খলামূলক বিধানাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে।

৩। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন কর্মকর্তা' হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এ দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর কোন আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশন কোন সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিতভাবে কোন তথ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য কোন নির্দেশ প্রদান করলেই সে দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। সরকারের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ভোটগ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষক/ব্যক্তিবর্গের সকলেই নির্বাচন কর্মকর্তা। সুতরাং নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি সংস্থা/অফিস এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-
২৯.০৮.২০১৩
(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

C:\Progapon-2010.doc

-৭০-

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২/৭৩৬

তারিখ ঃ ১৪ ভাদ্র ১৪২
২৯ আগস্ট ২০

অনুলিপি ঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

০১। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল।
০৪। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, বরিশাল রেঞ্জ, বরিশাল।
০৫। জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
০৬। পুলিশ সুপার, বরগুনা।
০৭। রির্টানিং অফিসার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল।
০৮। জেলা নির্বাচন অফিসার, বরগুনা/পিরোজপুর/পটুয়াখালী ও সহকারী রির্টানিং অফিসার ।
০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাথরঘাটা/বেতাগী/বামনা, বরগুনা।
১০। উপজেলা নির্বাচন অফিসার, পাথরঘাটা/বেতাগী/বামনা, বরগুনা।

সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়,বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(বদরে মুনির ফেরদৌস)
উপ-সচিব
ফোন- ৯৫৭৬৪৮৮
ই-মেইল ঃ gfa_branch@cabinet.gov.bd

E:\Progapon-2010.doc

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২/৭৩৭

তারিখ ঃ ১৪ ভাদ্র ১৪২০ / ২৯ আগস্ট ২০১৩

বিষয় ঃ আগামী ০৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ, বৃহস্পতিবার, জাতীয় সংসদের ১১০ বরগুনা-২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সুচি অনুযায়ী আগামী ০৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ, বৃহস্পতিবার, জাতীয় সংসদের ১১০ বরগুনা-২ শূন্য আসনের নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। উল্লিখিত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গন ভোট কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

৩। জাতীয় সংসদের ১১০ বরগুনা-২ শূন্য আসনের আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অতীতের মত এ নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে সরকার আশা করে। নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধান সংবলিত নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ১৩নং আইন)-এর ২ এর(ঘ) এবং ৪ এর (৩)(৪)(৫) ধারা অনুসারে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর চাকুরির অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরিরত আছেন বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

৪। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫(২) অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

৫। এমতাবস্থায় উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করার জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে অনুরোধ জানানো হল।

৬। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

৭। নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ই এর বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫(পনের)দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অন্যত্র বদলি পরিহার করতে হবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
২৯.০৮.২০১৩
(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২/৭৩৭

তারিখ ঃ ১৪ ভাদ্র ১৪২০ / ২৯ আগস্ট ২০১৩

অনুলিপি ঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

০১। সিনিয়র সচিব/ সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি)/ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল।
০৫। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর/মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, র‍্যাপিড একশান ব্যাটালিয়ান(র‍্যাব), ঢাকা।
০৭। জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
০৮। পুলিশ সুপার, বরগুনা।
০৯। রির্টানিং অফিসার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল।
১০। জেলা নির্বাচন অফিসার, বরগুনা/পিরোজপুর/পটুয়াখালী ও সহকারী রির্টানিং অফিসার ।
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাথরঘাটা/বেতাগী/বামনা, বরগুনা।
১২। উপজেলা নির্বাচন অফিসার, পাথরঘাটা/বেতাগী/বামনা, বরগুনা।

সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়,বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(বদরে মুনির ফেরদৌস)
উপ-সচিব
ফোন- ৯৫৭৬৪৮৮
ই-মেইল ঃ gfa_branch@cabinet.gov.bd

F:\Progapon-2010.doc